Funded by
the European Union

তথ্যপত্র

আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ

পটভূমি

বাংলাদেশে অপরিশোধিত লবণের ৯৫ শতাংশ কক্সবাজারের প্রায় ২৭০০০ হেক্টর জমিতে ৫০০০০ লবণ চাষিদের মাধ্যমে সনাতন পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়। এটি এই অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যার সাথে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। এখনো এই শিল্প অনেকগুলো বড় প্রতিকূলতার সম্মুখীন যেমন ঃ জমির পরিচালন ব্যয় ও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, বর্ষা মৌসুমে বেকারত্ব এবং মাছ চাষে (লবণ চাষের পরে মৎস্য চাষ) অত্যন্ত কম উৎপাদনশীলতা। এগুলোই বাংলাদেশে লবণ চাষিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। একটি আশাব্যঞ্জক নতুন ধরনের মৎস্য চাষ প্রযুক্তি দেশের লবণ চাষিদের জীবিকায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে।

‘আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ’ প্রকল্পের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ, প্রাথমিক জরিপ এবং কর্মশালার ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, লবণ খামারে আর্টিমিয়া চাষ এবং এর মাধ্যমে চিংড়ি ও মৎস্য চাষে সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত উন্নতি সম্পর্কে এই এলাকার লবণ/মাছ চাষিদের ধারণা নেই। ব্রাইন চিংড়ি বা আর্টিমিয়া নপলি একটি খোলসযুক্ত সন্ধিপদী প্রাণি যা সামুদ্রিক মাছ/চিংড়ির লার্ভা ও পোস্ট লার্ভা প্রতিপালনের জন্য বহুল ব্যবহৃত জীবিত খাদ্য। আর্টিমিয়ার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো ভ্রূনের সুপ্তাবস্থা সৃষ্টি হওয়া যাকে “সিস্ট” বলা হয় এবং এটি মাছ/চিংড়ি/সন্ধিপদী প্রাণির লার্ভার জন্য সুবিধাজনক, উপযুক্ত এবং উত্তম খাবারের উৎস হিসেবে বহুল পরিচিত। বর্তমানে বাংলাদেশ বছরে ৪০ থেকে ৫০ মেট্রিক টন শুষ্ক আর্টিমিয়া সিস্ট আমদানি করে যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা। আর্টিমিয়াতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন এবং ফ্যাটি এসিড থাকায় বিভিন্ন দেশে এটি মাছ চাষ ছাড়াও মানুষের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ বিশেষ করে ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডের লবণ খামারে, আর্টিমিয়া সিস্ট এবং বায়োমাস উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সফলতা লাভ করেছে। সমন্বিত লবণ-আর্টিমিয়া উৎপাদন একটি লাভজনক ব্যবসা যা ভিয়েতনামের ভিনহ চাউ-বাক লিউ এলাকার হাজার হাজার পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করছে।

অর্থায়নে
ইউরোপীয় ইউনিয়ন

সিজিআইএআর গবেষণা কার্যক্রম
জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা

সহযোগী প্রতিষ্ঠান

- মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)
- বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
- আর্টিমিয়া ও মাছ চাষি
- বাগদা, গলদা, মাছের হ্যাচারিসমূহ
- ঘেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বেলজিয়াম
- ক্যান থো বিশ্ববিদ্যালয়, ভিয়েতনাম
- বেসরকারি সংস্থা (এনজিও); সুশীলন, মুক্তি কক্সবাজার, কোস্ট ফাউন্ডেশন

প্রকল্পের সময়কাল
মার্চ ২০২০-ফেব্রুয়ারী ২০২৪

প্রকল্প এলাকা
কক্সবাজার জেলা

উদ্দেশ্য

সামগ্রিক ভাবে এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থা উন্নত করা। তবে প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো ঃ কক্সবাজার জেলায় আর্টিমিয়া-সম্পর্কিত উদ্ভাবনী উদ্যোগের সাথে যুক্ত লবণ উৎপাদনকারী এবং মাছ চাষিদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

বাস্তবায়ন কৌশল

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো প্রযুক্তির প্রদর্শন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

- **প্রযুক্তির প্রদর্শন ঃ** সমন্বিতভাবে লবণ খামারসমূহে আর্টিমিয়া (সিস্ট ও বায়োমাস) এবং মৎস্য উৎপাদন; চিংড়ি হ্যাচারিতে পানির পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতির কৌশল;
- **প্রশিক্ষণ ঃ** সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ, লবণ/মাছ চাষি, হ্যাচারি টেকনিশিয়ান, সম্প্রসারন কর্মী, স্থানীয় সেবা প্রদানকারী এবং তরুণ পেশাজীবিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- **গবেষণা এবং উদ্ভাবন ঃ** জলবায়ু-বান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আর্টিমিয়া সিস্ট ও বায়োমাস প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ব্যবহার, চিংড়ি/মাছের পোনার মান উন্নত ও সহজলভ্যকরণ এবং সামুদ্রিক মাছের হ্যাচারি/নার্সারি প্রতিপালন ব্যবস্থাপনা কৌশল নিশ্চিতকরণ।

মুখ্য ফলাফল/কার্যক্রমসমূহ

- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমন্বিত উৎপাদন সম্ভাব্য আর্টিমিয়া সিস্ট, বায়োমাস ও লবণ এবং মাছ চাষ ব্যবস্থা উন্নত করা;
- স্থানীয় চাষিদের আর্টিমিয়া সিস্ট, বায়োমাস এবং লবণ উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ব্যবসায়িক উদ্ভাবন এবং বৈচিত্র্যের জন্য স্থানীয় মৎস্য উৎপাদনকারী চাষিদের জ্ঞান উন্নত করা;
- নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে স্থানীয় মাছ চাষিদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদনে গুণমান, লাভজনকতা এবং এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা।

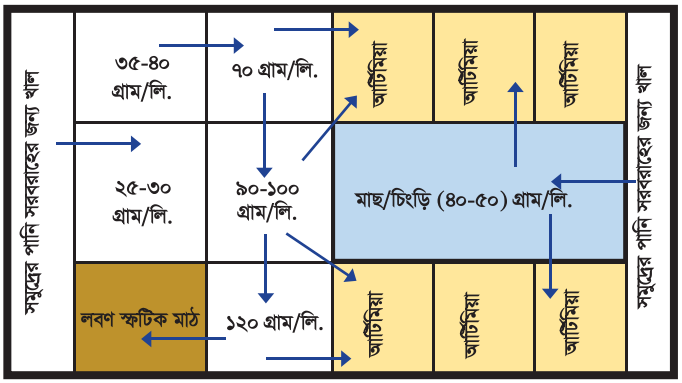

চিত্র ১ : একটি সমন্বিত আর্টিমিয়া-লবণ-মাছ/চিংড়ি খামারের মডেল

লক্ষ্য সূচক

- পুকুরে আর্টিমিয়া চাষের ৫০টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
- ৫০০ জন চাষিকে আর্টিমিয়া এবং মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ২৫০০ চাষির ১০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে সমন্বিত লবণ-আর্টিমিয়া-মাছ চাষের প্রযুক্তি গ্রহণ;
- ২০০ কেজি আর্টিমিয়া সিস্ট এবং ৫ মেট্রিক টন আর্টিমিয়া বায়োমাস উৎপাদন;
- ১০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে ৫০ মেট্রিক টন চিংড়ি, ২৫০ মেট্রিক টন মাছ, ৪ মেট্রিক টন কাঁকড়া উৎপাদন ;
- লবণ এবং মাছ উৎপাদনকারীদের ৩০% আয় বৃদ্ধি।

ক্রস-কাটিং

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

যোগাযোগ

ড. মুহাম্মদ মীজানুর রহমান, টেকনিক্যাল টিম লিড, আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ অফিস; বাড়ি ৪২/এ, রোড ১১৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। ফোন: +৮৮-০২-৮৮১৩২৫০। ই-মেইল ঃ Muhammad.Rahman@cgiar.org

Citation

This publication should be cited as: WorldFish. 2023. Artemia4Bangladesh. Dhaka, Bangladesh: WorldFish. Factsheet.

Creative Commons License

Content in this publication is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use, including reproduction, adaptation and distribution of the publication provided the original work is properly cited.

© 2023 WorldFish.

For more information, please visit www.worldfishcenter.org